International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-VI, November 2022, Page No.19-31
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i6.2022.19-31

অথর্ববেদ সংহিতায় 'অষ্টাঙ্গ' আয়ুর্বেদ নিরূপণ – একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

রতন সাধু
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, এম ইউ সি মহিলা কলেজ, পূর্ব বর্ধমান, ভারত

Abstract:

The 'Mantrabrāhmanātmak Veda' is one of the oldest and most important authentic texts of Indian culture, traditionally dating back to prehistoric times. Ayurveda as a complete medical system has its origins in the health and medical knowledge which is available in vedic literature Ayurveda is believed to have its roots in the 'Atharva veda', which dates back approximately 5000 years. In the beginning Ayurveda was practiced based on oral knowledge. These principles of medical practice were later documented in two authentic books named 'Sushruta Saṃhitā' and 'Charaka Saṃhitā'. The process of Ayurvedic treatment i.e., Shalya, Shālākya trantra etc. are divided into eight categories. For these eight systems, the medical systems were named as 'Astānga Ayurveda'. Ayurveda Samhita is a complete medical text. In contrast, the 'Atharva Veda Saṃhitā' is not complete medical text. The 'Astāga Tantra', an authentic text of Ayurveda was written about 4000 years after 'Atharva Veda'. But the main points of 'Astānga Tantra' are scattered here and there throughout the Atharva Veda too. So the questions that naturally arise are:

i) *Despite of the progress of civilization and exactly are the main point of 'Astānga Tantra' presented in the Atharva Veda?*
ii) *In terms of 'Mantra' or 'quotation' do the written forms of both books remain the same?*
iii) *What has been depicted in the 'Atharva Veda' and 'Ayurveda' based on each Tantra of 'Astānga Tantra'?*
iv) *What the relevance of Aurvedic Treatment is in today's society? Etc.*

The aim of this research paper is to highlight on analytical study of both the 'Samhitās' to focus on the questions mentioned above.

Key words: Aurveda, Atharva Veda, Astānga Tantra, Sushruta Saṃhitā, Charaka Saṃhita.

বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাচীন এবং পারম্পরিক চিকিৎসা পদ্ধতির স্থান মহত্বপূর্ণ। কালান্তরে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়া ভারতীয় এই পারম্পরিক চিকিৎসা পদ্ধতিই আয়ুর্বেদ নামে অভিহিত। সমগ্র মানব জীবনকে সার্থক রূপে বাঁচিয়ে রাখার বিজ্ঞান এবং কলা হল আয়ুর্বেদ। আয়ুষো বেদঃ আয়ুর্বেদ।

আয়ুস্ অর্থ জীবন এবং বেদ অর্থ জ্ঞান। অর্থাৎ আয়ুর্বেদের অর্থ হল জীবনের বিজ্ঞান। সীমিত দৃষ্টিতে একে ঔষধি বা ভৈষজ্য বিজ্ঞানও বলা হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এর অনেক পরিভাষা দেখা যায়। চরক সংহিতা মতে আয়ুর্বেদ হল সেই শাস্ত্র, যেখানে হিতায়ু, অহিতায়ু, দুঃখায়ু এবং সুখায়ু — এই চতুর্বিধ আয়ুর জন্যে কোনটি হিত, কোনটি অহিত, আয়ুর প্রমাণ কী এবং এর স্বরূপ কী ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে –

হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্।
মানং চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্বেদ স উচ্যতে।। চরকসংহিতা সূত্রস্থান-১/৪১

ঋষি, বৈদ্য মতে আয়ুর্বেদের প্রথম উপদেষ্টা হলেন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং মানবোৎপত্তির সাথে সাথেই এই চিকিৎসা পদ্ধতিরও উৎপত্তি হয়। চরক সংহিতায় এই মতের সমর্থন দেখা যায় (দ্রষ্টব্য, চ. সূ. ৩০/২৫)। প্রাচীন সাহিত্য বেদ হল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসীমিত ভাণ্ডার। বেদের সকল শাখাতেই আয়ুর্বেদের মহত্বপূর্ণ তথ্য উপলব্ধ হয়। বেদে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধিত বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা বর্ণনামূলক কয়েকশো মন্ত্রের উল্লেখ পাই। চতুর্বেদের মধ্যে ঋগ্বেদে ৬৭ ঔষধী, সমবদে অত্যল্প ঔষধী, যজুর্বেদে ৮২ ঔষধী এবং অথর্ববেদে সর্বাধিক ২৮৯ ঔষধির উল্লেখ পাই।[1] এতে স্পষ্ট আয়ুর্বেদের সকল অঙ্গোপাঙ্গের বিস্তৃত বর্ণনা অথর্ববেদে আছে। অথর্ববেদে, আয়ুর্বেদকে ভেষজ্য বা ভিষগ্বেদ বলা হয় (দ্রষ্টব্য, অথর্ববেদ ১১/৬/১৪)। এইজন্য আচার্য সুশ্রুত আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপাঙ্গ এবং বাগ্ভট্ট উপবেদ বলেছেন। একে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদও বলা হয়। প্রায় ৫০০০ বছর আগে আয়ুর্বেদের শেকড় বলে কথিত, এই বেদে মূলতঃ অথর্ববেদে আয়ুর্বেদের সকল অঙ্গের বিষয়ের উপর তথ্য উপলব্ধ থাকলেও আয়ুর্বেদ সম্বন্ধী সিদ্ধান্তর শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সুখবস্থিত সংকলন উপলব্ধ ছিল না। এতে এটাই ইঙ্গিত হয় যে, অষ্টাঙ্গ বিভাজন আরও অনেক পরে হয়। বায়ুপুরাণ মতে দ্বাপরযুগে কাশিরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গের বিভাজন করেন (দ্রষ্টব্য, বায়ুপুরাণ ৪০/২৩)।

পরে এই বিদ্যার ধ্যান-ধারণার প্রথাবদ্ধ নথিকরণ মূল নীতিগুলি এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগের নজির ইত্যাদি পঞ্জীকৃত করা শুরু হয় আঃ ১০০০ খৃঃ পূর্বঃ রচিত চড়ক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতা— এই দুই আকর গ্রন্থের মাধ্যমে। আটটি অঙ্গ যথাক্রমে শল্য, শালাক্য, কায়, কৌমারভৃত্য, ভূতবিদ্যা, অগদ, রসায়ন এবং বাজীকরণ তন্ত্র (দ্রষ্টব্য, সুশ্রুত সূত্রস্থান ১/৬)। এখন আমরা এই ভৈষজ্য বিজ্ঞানের সকলাঙ্গের চিকিৎসা বর্ণনা অথর্ববেদের কোন কাণ্ডের কোন সূক্তের কোন কোন মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং সাথে সাথে চরক, সুশ্রুতাদি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ গ্রন্থেও উল্লিখিত চিকিৎসা বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

শল্যতন্ত্র (Surgery and Midwifery): শল্য শব্দটি অস্ত্র বা যন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত। তন্ত্র কথাটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে অস্ত্রের সাহায্যে মানব শরীরে আঘাত, ক্ষত, অগ্নি, দগ্ধাদি কারণে যাবতীয় রোগ বা কষ্ট দূরীভূত হয়, তাকেই শল্যতন্ত্র বলে। শল্য চিকিৎসার প্রধান উপজীব্য আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতার পরিভাষায় –

শল্যংনামবিবিধতৃণকাষ্ঠপাষাণপাংশুলোহলোষ্টাস্থিবালনখপূয়স্রাবদুষ্টব্রণান্তর্গভশল্যোদ্ধরণার্থংযন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধানব্রনবিনিশ্চয়ার্থং চ। (সু. সূ. ১.১)

[1] আয়ুর্বেদ কা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস -পৃঃ ৪৩-৪৪।

অর্থাৎ নানাপ্রকার তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, পাংসু, স্বর্ণাদি ধাতু, ছোট ছোট ইষ্টকাদি, অস্থি, কেশ, নখ, দূষিত রক্ত ইত্যাদি শরীরে ঢুকে কষ্টানুভূতি করিয়ে খুব দ্রুতভাবে শারীরিক ক্ষতি শুরু করে। তখন তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে এবং যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি প্রয়োগের জন্যে এবং ক্ষত নিরাময়ের তন্ত্রই হল শল্যতন্ত্র। আয়ুর্বেদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ চরকসংহিতাতেও অর্শরোগ, গুল্ম রোগ, উদর রোগ আদি বিষয়ে প্রয়োগ তথা চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদের আট তন্ত্রের মধ্যে শল্যতন্ত্রকে সব থেকে অধিক মান্যতা দেওয়া হয়েছে। কারণ, যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার এবং অগ্নি প্রয়োগে কার্য করার দরুণ তথা শলাকাটি সকল তন্ত্রে কোনো না কোনোভাবে প্রযুক্ত হওয়ার দরুণ সকল অঙ্গের মধ্যে একে মহত্ত্বপূর্ণ মানা হয়েছে। যে কারণেই এর স্থানও সর্বপ্রথম।[2]

অথর্ববেদেও ঘা, চোট, গর্ভশল্য, অঙ্গভেদী বাণাদিকে অস্ত্র প্রচারাদির দ্বারা শল্য চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। অথর্ববেদে আমরা শল্য চিকিৎসা বিষয়ক চিকিৎসার তিনটি রূপ দেখতে পাই- অথর্ববেদে ঔষধি প্রয়োগে শল্য চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। শরীরে যে কোনো প্রকারের আঘাতে উৎপন্ন ক্ষতকে পূর্ণ করার জন্যে রোহিনী তথা ভদ্রা ঔষধীর প্রয়োগ উত্তম মানা হয়েছে।[3] কোনো কারণে শরীরে রক্তপ্রবাহ শুরু হলে তা বন্ধ করার জন্য বালু বা রালাদি আচ্ছাদন ঔষধী হিসেবে প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে।[4] অথর্ববেদে জলসিঞ্চনের দ্বারাও শল্য চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। কোনো কারণে ক্ষতস্থান থেকে রক্তপ্রবাহ হতে থাকলে, দ্রুত তা বন্ধ করার জন্যে ঔষধীরূপে শুদ্ধ জলের শীতল ধারা রক্তপ্রবাহের উপর দিলে রক্তধারা বন্ধ হয়।[5] আবার অস্ত্রকার্য দ্বারাও অথর্ববেদে শল্য চিকিৎসার বর্ণনা পাই। শরীরে প্রহারাদি কারণে পরিণামস্বরূপ যখন কোনো অনাবশ্যকীয় তত্ত্ব শরীরে প্রবেশ করে তা বিষে রূপান্তর হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এজন্য দ্রুত শল্য চিকিৎসা দরকার।[6]

আবার যে কোনো ছোটোখাটো রক্তধারা বন্ধ করার জন্যে অশ্বন (সাদা ফিটকরী) নামক বিশেষ একপ্রকার শ্বেত পাথরের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।[7] আবার সুখ প্রসবার্থ অথর্ববেদে বিবিধ দেবতার স্তুতিরও বিস্তর বর্ণনা পাওয়া যায়। (দ্রষ্টব্য, অথর্ব-১.১১.৩-৬)

এভাবে দেখা যায়, অথর্ববেদে শল্য চিকিৎসার বর্ণনা মূলতঃ বীজ, বৃক্ষরূপেই প্রাপ্ত হয়। এ থেকেই পরবর্তীতে চিকিৎসাশাস্ত্রে সেই সম্বন্ধী বিকাশ দেখা যায়।

শালাক্য তন্ত্র (Opthalmology including ENT and Dentistry): শালাক্য শব্দটি শলাকা (Probes) সদৃশ যন্ত্র অর্থে গৃহীত। অর্থাৎ যে তন্ত্রে গলার উপরের অঙ্গ অর্থাৎ নাক, কান, গলা, চক্ষু প্রভৃতি রোগ সমূহের

---

[2] এতদ্ধিঅঙ্গং প্রথমম, প্রাগভিধাতব্রণ সংরোহাদ্যঞ্জ শিরঃ সন্ধানাচ্চি। সু. সূ -১/১৭।

[3] রোহণ্যসি রোহণ্যস্থনশিছন্নস্য রোহিনী। রোহয়েদমরুন্ধতি। অথর্ব- ৪.১২.১
যত্ তে রিষ্টং যৎ তে দ্যুততমস্তি পেষ্ট্রং ত আত্মান।
ধাতা তদ্ ভদ্রয়া পুনঃ সং দ্র সর্বত্পরুষা পরুঃ।। অথর্ব- ৪.১২.১

[4] পরিবঃ সিকতাবতী ধনুবৃহত্যক্রমীত। তিষ্ঠতেলয়তা সুকম্। অথর্ব- ১.১৭.৪

[5] জালাষেণাভি যিঞ্চত জালাযেনোপ সিঞ্চত। অথর্ব-৬.৫৭.২

[6] যাং তে রুদ্র ইষুমাস্যদঙ্গেভ্যো হৃদয়ায় চ। অথর্ব- ৬.৯০.১।
যাস্তে শতং ধমনয়েহিঙ্গান্যনু বিষ্টিতাঃ। অথর্ব – ৬.৯০.২

[7] তাসাং তে সর্বাসাসহমশ্মনা বিলমপ্যধাম্। - অথর্ববেদ কা সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন, ৬.৩.২

বহুবিধ শলাকা সদৃশ যন্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা বর্ণিত হয়েছে, তাকেই শালাক্য তন্ত্র বলে। শালাক্য তন্ত্রের উপজীব্য আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতায় এর পরিভাষা হল –

শালাক্যং নামর্দ্ধ্যভক্রগাতানাং শ্রবণনয়নবদনানাদি –
সংশ্রিতানাং ব্যাধীনামুপশমনার্থম্, শলাকাযন্ত্রপ্রণিধানার্থং চ।। সু. সূ. ১/২

প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ চরক সংহিতাতেও এই তন্ত্রের বর্ণনা পাই। এতে গ্রীবাদেশের উপরের সকল অঙ্গের বর্ণনা পাই। এতে ৯ প্রকার মস্তিষ্ক রোগ যথা বাতজন্য- পিত্রজন্য- কফজন্য- সন্নিপাতজ- ক্রিমিজন্য- শংখক-অদ্ধাবভেদক, সূর্যাবর্ত এবং অনন্তবাত মস্তিষ্ক রোগের বর্ণনা পাই। আবার সুশ্রুত সংহিতাতেও ১১ প্রকার মস্তিষ্ক রোগের বর্ণনা পাই।

অথর্ববেদে আমরা কর্ণ, নেত্র, নাসাদি বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা বর্ণনা পাই, যা শালাক্যতন্ত্রের মধ্যে পড়ে-

কর্ণাভ্যাং তে কঙ্কূষেভ্যঃ কর্ণশূলং বিসল্পকম্।
সর্ব শীর্ষন্যং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে।।
যস্য হেতোঃ প্রচ্যবতে যক্ষ্মঃ কর্ণত আস্যতঃ।
সর্ব শীর্ষন্যং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে।।
যঃ কৃণোতি প্রমোতমন্ধং কৃণোতি পুরুষম্।
সর্ব শীর্ষন্যং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে।। - অথর্ব, ৯.৮.২-৪

অথর্ববেদে কুষ্ঠ/কূঠ ঔষধিকে ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন চক্ষু রোগের নাশক বলা হয়েছে।[8] আবার নেত্রস্রাব, মন্দদৃষ্টি, বেদনাদি চক্ষু রোগের অনেকবিধ উপায়ের মধ্যে আঞ্জনের প্রয়োগ অথর্ববেদে মুখ্য বলা হয়েছে।[9] অথর্ববেদে কেশ রোগের চিকিৎসা বর্ণনা পাই। কেশ পড়া বন্ধ করা এবং নতুন কেশ উৎপন্নের জন্যে এবং পালিত রোগ দূর করার জন্যে নিতন্তী ঔষধী প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে।[10] দ্রুত কেশ বৃদ্ধির জন্যে রেবতী ঔষধের প্রয়োগের কথা অথর্ববেদে বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য, অথর্ব – ৬.২৯.৩)। শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধি এবং দৃষ্টি শক্তি বাড়ানোর জন্যে অগ্নি এবং সূর্যদেবের স্তুতি করার কথাও বলা হয়েছে।[11]

কায় চিকিৎসা (Internal General Medicine): সাধারণত কায় শব্দটি শরীরার্থে ব্যবহৃত হলেও আয়ুর্বেদে কায় শব্দটির অভিপ্রায় হল শরীরান্তর্গত জঠরাগ্নি। ভোজনাদি বিকৃতি হওয়ার দরুণ জঠরাগ্নির স্থিতি যখন বিষম হয়ে যায়, এমন স্থিতিতেই শরীরে রোগোৎপত্তি সম্ভব হয়। অর্থাৎ যে তন্ত্রে শরীর সম্বন্ধীয় অগ্নি বিকৃতির জন্য উৎপন্ন রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হয়েছে, তাকেই কায় চিকিৎসা বলে। 'কায়ঃ সকলং শরীরং

[8] কুষ্ঠস্তৎ সর্বং নিষ্করদদৈবং সমহ বৃষ্ণয়ম।-অথর্ব- ৫.৪.১০

[9] আঙ্কৈকং মনিমেকং কুনুম্ব স্নাহ্যোকেন পির্বেকমেষাম। - অথর্ব, ১৯.৪৫.৫

[10] দৃংহ প্রত্নান্ জনযাজাতান জাতানুবর্ষোয়সস্কৃধি।- অথর্ব- ৬.১৩৬.২
দৃংহ মূলমাংগ্র যচ্ছবিমধ্যং যাময়ৌষধে।- অথর্ব - ৬.১৩৭.৩ ১১।

[11] পৃথিব্যৈ শ্রোত্রায় বনস্পতিভ্যোহগ্নয়েৎধিপতয়ে পতয়ে স্বাহা।- অথর্ব- ৬.১০.১
দিবে চক্ষুষে নক্ষত্রে সুর্যায়াধিতয়ে স্বাহা। -অথর্ব- ৬.১০.৩

তস্য চিকিৎসা কায় চিকিৎসা।' এই তন্ত্রে সর্বাঙ্গ সংশ্রিত ব্যাধি অর্থাৎ জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, রক্তশূন্যতা অর্থাৎ ক্ষয়রোগ, উন্মাদ, অপস্মার (মৃগীরোগ), কুষ্ঠ, প্রমেহ প্রভৃতি চিকিৎসার বিষয় উল্লিখিত রয়েছে –

'কায়চিকিৎসা নাম সর্বাঙ্গসংশ্রিতানাং ব্যাধীনাং জ্বররক্তপিত্তশেষোন্মদাপস্মারকুষ্ঠমেহাতিসারদিনামুপশমনার্থ।' (সূ. সূ. ১.৩)।

শরীরে ১৩ প্রকার অগ্নি আছে- ১টি জঠরাগ্নি, ৭টি ধাতুগ্নি ও ৫টি মহাভূতাগ্নি। এদের মধ্যে জঠরাগ্নি প্রধান। কায় চিকিৎসার উপজীব্য গ্রন্থ চরক সংহিতাতে এর বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। শরীরে সমস্ত রোগের মধ্যে জ্বরের বিদ্যমানতাকে মানা হয়েছে। চরক সংহিতাতেও জ্বরকে রোগের অধিপতি মানা হয়েছে –

জ্বরয়তি শরীরানীতি জ্বর.....।
স সর্বরোগাধিপতিঃ, নানাতিযগ্যোনিষু চ বহুর্বিধেঃ শব্দৈঃ রভিধীয়তে॥ চ. নি-১/৩৫।

এতে জ্বরের ৮টি প্রকারের কথা স্বীকার করা হয়েছে - বাত-পিত্ত-কফ-বাতপিত্ত-বাতকফ-পিত্তকফ-বাতপিত্তকফ এবং আগন্তুক জ্বর।

অথর্ববেদেও কায় চিকিৎসার বিশদ বর্ণনা পাই। এখানেও শরীর সম্বন্ধীয় চিকিৎসার মধ্যে সবথেকে বেশী চর্চা করা হয়েছে জ্বর নিয়ে (অথর্ববেদে সংহিতা ১:২৫, জ্বর নাশক সূক্ত)। এতে জ্বর উৎপত্তির কারণ অগ্নিকে মানা হয়েছে –

যদ্যাচর্যদিবাসি শোচিঃ শকল্যেষি যদি বা তে জনিত্রম্।।
হ্রডুনীর্মাসি হরিতস্য দেব স নঃ সংবিদ্বান্ পরি বৃঙজ্ধি তকমন্।। - অথর্ব ১.২৫.২।

অথর্ববেদেও জ্বরের অনেক শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়।[12] অথর্ববেদে জ্বরকে ঋতু অনুসারে ভেদের কথা বলা হয়েছে –

তৃতীয়কং বিতৃতীয়ং সদংদিমুত শারদম।
তক্মানং শীতং রুরংগ্রৈষ্মং নাশায় বার্ষিকম।। - অথর্ব ৫.২২.১৩।

আবার জ্বরের নিবারণের জন্যে অগ্নি, সোম, ইন্দ্রাদি দেবতাকে মুখ্যরূপে স্তুতি করার কথা বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য, অথর্ব ৫.২২.১) বিশেষ করে, বরুণ দেবতাকে জ্বরের নাশক বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য, অথর্ব ৬.৮৫.১-৩)। জ্বর, কাশী, কফাদি দূর করার জন্য অথর্ববেদে কুঠ ঔষধি ব্যবহারের কথা বলেছেন। (দ্রষ্টব্য, অথর্ব ৫.৪.১-১০, ১৯.৩৯.১০)। অথর্ববেদে জ্বরকে মহাব্যাধি বলা হয়েছে। জ্বর যখন পুরোনো হয়, তখন তাকে জীর্ণ জ্বর বলে। এই জ্বর যখন শরীরে ধাতুর ক্ষয় করতে শুরু করে, তখন তাকে ক্ষয়রোগ (যক্ষ্মারোগ) বলে। এই রোগের উৎপত্তি স্থান অগ্নি এবং ছড়িয়ে পড়ার কারণ দূষিত জল এবং বায়ুকে বলা হয়েছে।

মুঞ্চ শীর্ষক্ত্যা উত কাম এনং পরম্পরুরাবিবেশ যো অস্য।
যো অভ্রজা বাতজা যশ্চ শুষ্মো বনস্পতিন্ তসচতাং পর্বতাংশ্চ।। অথর্ব ১.১২.৩

এই যক্ষ্মা রোগের নাশ সম্পর্কেও অথর্ববেদে বিবেচনা করা হয়েছে। যেহেতু এটি একটি সংক্রামক রোগ। প্রতিদিন যজ্ঞ করলে এই রোগ দূর হয়। (দ্রষ্টব্য, অ. ৭.৭৬.৪-৫)।

[12] নমঃ শীতায় তক্মনে নমো রুরায় শোচিষে কৃনোমি। - অথর্ব – ১.২৫.৪

অথর্ববেদে কফ-কাশি নিয়েও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কাশীর তিন রকম স্থিতি— শ্বাসরোগের সাথে, যক্ষ্মারোগের সাথে, স্বতন্ত্র রূপে। অথর্ববেদে পাতলা এবং শুকনো কাশীর চিকিৎসা বিষয়েও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[13]

অথর্ববেদে যক্ষ্মা সহিত কাশী নিবারণের জন্যে সমুদ্রতীরে প্রস্থান অথবা সমুদ্র ফেনার উপকারীতার কথা বলেছেন (দ্রষ্টব্য, ৭.১০৭.১)। অথর্ববেদে অপস্মার (মৃগী) রোগের বর্ণনা পাই। দশমূলবিষ্ট, দশমূলের কাঁটা এবং দশমূলের চূর্ণ প্রয়োগে এই রোগের চিকিৎসা সম্ভব বলা হয়েছে। আবার কৃষ্ণা মৃগের সিংকে এই রোগের নাশক বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য, অথর্ব ৩.৭.১)।

কৌমার ভৃত্য তন্ত্র (Pediatrics): কৌমার অর্থে শিশু অর্থাৎ শিশুর ভরণপোষণ এবং ভৃত্য অর্থে সেবা বা চিকিৎসা অর্থাৎ তাদের রোগের চিকিৎসাকে বোঝানো হয়েছে। এবং বিশেষতঃ গর্ভবতী স্ত্রী ও বিশেষ কিছু স্ত্রী রোগের সাথে সাথে গর্ভ বিজ্ঞানের বর্ণনাও এই তন্ত্রেরই বিষয়বস্তু। যে তন্ত্রে শিশুর পালন-পোষণ, শিশুরোগ এবং তার চিকিৎসা, ধাত্রী (উপচারিকা-নার্স) নিয়ম গুণাদি তথা বীর পুত্রোৎপত্তি বিষয়ক বর্ণনা দেখতে পাই, তাকেই কৌমার ভৃত্যতন্ত্র বলা হয়। সুশ্রুত সংহিতায় ইহাই কথিত হয়েছে –

কৌমারভৃত্যং নাম কুমারভরণধাত্রীক্ষীরদোষসংশোধনার্থং
দুষ্টস্তন্যগ্রহসমুত্থানাং চ ব্যাধীনামুপশমনার্থ। সু. সূ, ১/৫

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কৌমার ভৃত্য সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা আমরা দেখতে পাই। সেই প্রসূতি ঘর নির্মাণ থেকে শুরু করে শিশুর নামকরণাদি পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন চরক সংহিতায় প্রসূতির নির্মাণ বিষয়ে অর্থাৎ কোন মাসে, কেমন ভূমিতে, কোন দিক করে প্রসূতির ঘর নির্মাণ করতে হবে, তার আলোচনা পাই (দ্রষ্টব্য, চ.শা. ৪/৩৩)। শিশুর দুগ্ধপান বিষয়ে অর্থাৎ কেমন বস্ত্র পরে, কেমন করে কোলে বসিয়ে, কোন দিক মুখ করে দুগ্ধপান করাতে হবে তার নিয়মবিধি ভাব প্রকাশে আলোচনা করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য, ভাব-প্রকাশ- ৩/৯, ৩৩, ৩৪)। আমরা পুত্রোৎপত্তি অর্থাৎ পুত্রোৎপত্তির জন্য বিবিধ সংস্কার যেমন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, পুংসবন- ইহা কোন সময় কিভাবে করতে হবে তার বিস্তর নিয়মবিধি চরক সংহিতায় আলোচনা দেখতে পাই (দ্রষ্টব্য চ.শা৮/৯-১৪)। ভূমিষ্ঠ শিশুর রক্ষার জন্য এবং মায়ের রক্ষা তথা শান্তির জন্য করণীয় নিয়মবিধি চরক সংহিতায় দেখি (দ্রষ্টব্য, চ.শা, ৪/৪৭)। আবার কোন সময় বালকের নামকরণ করা হবে বা তার জন্যে কী কী নিয়ম বিধি পালন করতে হবে। সে ব্যাপারেও আমরা সুশ্রুত সংহিতায় আলোচনা দেখি। (দ্রষ্টব্য সু. শু. ১০/২৭) ইত্যাদি।

অথর্ববেদেও আমরা শিশু, গর্ভাদি বিষয়ে এমন বিস্তর চর্চা দেখতে পাই, যা কৌমারভৃত্য তন্ত্রের অন্তর্গত। বীর পুত্রোৎপত্তির জন্যে ঋষভক ঔষধের সেবনের কথা বলা হয়েছে। এতে বীর্য উত্তমগুণযুক্ত হয়—

যানি ভদ্রানি বীজান্যৃষভা জনয়ান্ত চ।
তৈস্ত্বং পুত্রং বিন্দস্ব সা প্রসূর্ধেনুকা ভব। অথর্ব- ৩.২৩.৪.

[13] যথা মনো মনস্কৈতৈঃ পরাতত্যাশুমৎ।
যথা বাণঃ সুসংশিতঃ পরাপততত্যাশূমত।
যথা সূর্যস্য রশ্ময়ঃ পরাপততত্যাশুমত। - অথর্ব ৬.১০৫.১-৪

ভাব প্রকাশেও একই কথা স্বীকার করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য, ভাব প্রকাশ পূর্বখণ্ড- ৫/১১৭)। গর্ভস্থ শিশুর যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, তার জন্যে প্রসূতি কক্ষ স্বচ্ছ সূর্যপ্রকাশ যুক্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বলা হয়েছে। অথর্ববেদে গর্ভকে রক্ষা করার জন্যে পরমেশ্বরের এবং অন্য দেবতাদেরও প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে।[14] (দ্রষ্টব্য, অথর্ব-৫.২৫.১০-১২) যাতে করে ভাবী সন্তানের উপর কল্যাণকারী প্রভাব পরে –

প্রজাপতে শ্রেষ্ঠেন রূপেনাস্যা নার্য গবীন্যোঃ।
পুমাংসং পুত্রমা, ধেহি দশমে মাসি সূতবে।। অথর্ব- ৫.২৫.১৩

অথর্ববেদে গর্ভস্থ শিশুর পুষ্ট রাখার কথা উল্লেখের সাথে সাথে গর্ভস্থ শিশুর রক্ষার জন্যে কংকন ধারণ করার বিধানও দেওয়া হয়েছে।[15] বাচ্চার ভূমিষ্ট হওয়ার সময় উপস্থিত হলে, সন্তানের ভূমিষ্ট হওয়ার প্রার্থনা অথর্ববেদে দেখা যায়। মাতা সন্তানকে স্তনপান করিয়ে তাকে পুষ্ট রাখার পাশাপাশি সন্তানকে স্তনপান করানোটা যে কতটা জরুরী তারও এখানে আলোচনা দেখা যায়।[16] মুণ্ডন এবং অন্নপ্রাশন – এই দুই সংস্কার বালকের উচিত পোষণের জন্যে কতটা জরুরী তাও অথর্ববেদে বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য অথর্ব-৬.১৪০.১)। অথর্ববেদে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি অনুসারে শিশুর পোষণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। মুণ্ডন এবং অন্নপ্রাশন এই দুই সংস্কার বালকের উচিত পোষণের জন্যে বলা হয়েছে। যখন শিশুর দাঁত ওঠে, তখন সে যে কোনো কিছুকে কামড়াতে শুরু করে। তাই অবশ্যই তার অন্নপ্রাশন করা উচিত। এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা অথর্ববেদে পাই (দ্রষ্টব্য অথর্ব ১.১৪০.১-৩, ৬.৬৮.২)।

ভূত বিদ্যা তন্ত্র / গ্রহ চিকিৎসা (Psychiatry and Exorecism): শরীরে যখন কোনো এমন কিছু বিকার উৎপন্ন হয়, যেখানে অপ্রত্যাশিত কিছু লক্ষণ চোখে পড়ে কিন্তু যার কোনো কারণ বোধগম্য হয় না। এমন স্থিতিকে ভূতবিদ্যা বলা যায়। অর্থাৎ দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ তথা গ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হলে এবং এইরূপ রোগকে দূর করার জন্যে বলিকর্ম, উপহারকর্ম তথা পূজা-কর্ম দ্বারা রোগ-নিবারণের জন্যেই যে বিদ্যা তাই ভূতবিদ্যা। সুশ্রুত সংহিতায় এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

ভূতবিদ্যা নাম দেবাসুরগন্ধর্বযক্ষরক্ষঃ পিতৃপিশাচনাগগ্রহাদ্যু –
পসৃষ্টচেতসাং শান্তিকর্মবলিহরণাদিগ্রহোপশনার্থম্।। সু. সূ. ১.৮.৪

আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ঋষি বর্ণিত ভূতাধিক গ্রহকে স্বীকার করেন না। তাদের মতে কৃমি আদি সুক্ষ্ম জীবাণু দ্বারা এই রোগোৎপত্তি সম্ভব। আর একেই পুরাতন সময়ে ভূতবিদ্যা বলা হত। আয়ুর্বেদের এই অঙ্গটিকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলে, এর কোনো প্রাচীন স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় না। অথর্ববেদেও ভুতবিদ্যা বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। এখানে উন্মাদাদি শান্তির জন্যে রোগ বিষয়ে মনিমন্ত্র, ঔষধি, বলিকর্ম, প্রায়শ্চিত্ত, হবন আদির বিধান দেওয়া হয়েছে–

---

[14] যে অন্নো জীতার্মারয়ন্তি সূতিকা অনুশেরতে। অথর্ব- ৮.৬.১৯
যে সুর্যাৎ পরিসপান্তি সুষেব শ্বশুরাদাধি। অথর্ব- ৮.৬.২৪ ১৫।

[15] পরিহস্ত বিধারয় যোনিং গভায় ধাতবে। অথর্ব- ৬.৮১.২
যং পরিহস্তমবিভরদিতিঃপুত্রকাম্যা। ত্বষ্টা তমস্যা আবধাদ্ধযথা পুত্রং জনাতিতি। অথর্ব- ৬.৮১.৩ ১৬।

[16] যস্তে স্তনঃ শশয়্যুময়োভূর্যঃ জনয়ন্তি চ। অথর্ব- ৩.২৩.৪

তান্ সত্যৌজাঃ প্রদহত্বাগ্নিবৈশ্বানরো বৃষা।
যো নোং দুরস্যাদ্যিপ্সাচ্চাথো যো নোং অরাতিযাত্।। অথর্ব- ৪/৩৬/১।

পূর্বকৃত কর্মানুসারেও আমাদের মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়ার মূল কারণ হওয়া সম্ভব। অথর্ববেদে একে মান্যতা দিয়ে এর উপসমনার্থ সোম ঔষধির সেবন উত্তম বলা হয়েছে –

যচ্চক্ষুষা মনসা যচ্চ বাচোপারিম জাগবৌ যৎ স্বপন্তকঃ।
সোমস্তানি স্বধয়া নঃ পুনাতু। অথর্ব- ৬.৯৬.৩

ভূতাদি গ্রহের শান্তি তথা তার আক্রমণ থেকে বাচার জন্যে জংগিড় মণি ধারণের কথা বলা হয়েছে।[17]

মনুষ্য শরীরে অপর (মৃগী) রোগের কারণ রাক্ষস এবং পিশাচকে মানা হয়েছে (দ্রষ্টব্য, অথর্ব – ২.৪.২, ২.১৪.৫)। অথর্ববেদে দেহকে জীর্ণকারী রাক্ষসের নাম জূর্ণি ভূত বলা হয়েছে।[18] মনুষ্য শরীরে এলব নামক নেত্র রোগের মূল কারণ হল তৈবিলিক নামক পিশাচী ভূত। অথর্ববেদে রাক্ষস এবং পিশাচকে গর্ভ ঘাতক বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য, অথর্ব- ৬.৮১.১)। অথর্ববেদে বলা হয়েছে শরীরে উন্মাদ রোগের মূল কারণ ব্রহ্ম রাক্ষস ভূত (দ্রষ্টব্য, অথর্ব-৬,১১১.৩)। অথর্ববেদে ক্ষয় রোগের মূল কারণও পিশাচ ভূতের কথা বলা হয়েছে।[19]

অগদ তন্ত্র / বিষ চিকিৎসা (Toxicology): ন গদঃ অগদঃ। পদ্যতে রুজ্যতে অনেন ইতি গদ। বাইরের কোনো বস্তু যখন শরীরে প্রবেশ করে শরীরকে বিষাক্ত করে, অসুস্থ করে, তাকে গদ বলে। এই গদ বিনাশ তন্ত্রই হল অগদ তন্ত্র। প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতার পরিভাষায় সাপ, কীটপতঙ্গ, ইঁদুরাদির কামড়ে উৎপন্ন বিষরোগ-এর পরীক্ষার জন্যে তথা নানা প্রকার বিষ সংযোগে উৎপন্ন শারীরিক বিকারের নিরাকরণের জন্যই অগদ তন্ত্র। প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতার পরিভাষায় সাপ, কীটপতঙ্গ, ইদুরাদির কামড়ে উৎপন্ন বিষরোগের পরীক্ষার জন্যে তথা নানা প্রকার বিষ সংযোগে উৎপন্ন শারীরিক বিকারের নিরাকরণের জন্যই অগদতন্ত্র –

অগদতন্ত্রং নাম সর্পকীটলূতাদষ্টবিষব্যঞ্জনার্থংবিবিধেবিষসংযোগেপিশমনার্থং চ। সু, সু, ১/৬

সামান্য রূপে বিষকে দু-ভাগে বিভক্ত – স্থাবর এবং জঙ্গম বিষ। জড়বস্তুতে প্রাপ্ত স্থাবর আবার দু-ভাগে বিভক্ত। বনস্পতিজ বিষ এবং খনিজীয় বিষ। কন্দ, মূলাদিতে প্রাপ্ত বিষ বনস্পতিজ বিষ এবং ভূমি, পর্বতাদি খোড়ার ফলে প্রাপ্ত বিষ খনিজীয় বিষ। সর্পাদি জীবজন্তুতে প্রাপ্ত বিষ হল জঙ্গম বিষ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সকল প্রকার বিষের চর্চা আমরা দেখি। অথর্ববেদেও অগদ তন্ত্রের চর্চার বর্ণনা পাই। তবে সর্বত্রই মূলতঃ সর্প বিষ চিকিৎসা বিষয়েই বেশী চর্চা হয়েছে বলে দেখা যায়। বিশেষ করে, সুশ্রুত সংহিতায় দেখা যায়, সর্প দংশন করলে সর্পদোষ নিবারণের জন্য কল্পস্থানাদিতে বিবিধ মন্ত্রের উল্লেখ হয়েছে (দ্রষ্টব্য, সু.ক. ৫.৫.৪ - ৬, ১৪, ১৬, ৬১, ৬২)।

---

[17] অথো সহস্বাঞ্জঙ্গি : প্রণ আয়ুষি তারিষৎ। অথর্ব – ২.৪.৬

[18] জুনি পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হোতি কিমীদনীঃ। অথর্ব, ২.২৪.৫

[19] মুংচামি ত্বা হবিষা জীবনায় কর্মজ্ঞাতক্ষ্মাদুত রাজযক্ষাৎ। অথর্ব-৩.১১.১

অথর্ববেদে আমরা ১৮ প্রকারের সর্প জাতির বর্ণনা পাই। সেখানে ছয় প্রকার বিষাক্ত, ছয় প্রকার কম বিষ এবং ছয় প্রকার নির্বিষ সর্পজাতির বর্ণনা পাই। (দ্রষ্টব্য, অথর্ব- ৫.১৩.১-৯)। প্রাচীন বৈদ্য-বিদ্বানগণ সর্পদংশন প্রসঙ্গে 'বিষস্য বিষমৌষধম্'- এ মহাবাক্য নীতি অনুসরণ করতেন অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা অর্থাৎ দংশিত সর্পকে যদি সাহস করে দাঁত দিয়ে কাটা যায়, তাহলে তার শরীরে সর্পবিষের কোন প্রভাব পড়বে না। কারণ মানুষের দাঁতেও বিষ থাকে।[20] আবার দংশিত সর্পের নেত্র উপড়ে ফেলারও নির্দেশ অথর্ববেদে দেখা যায়।[21] সর্প যদি দংশন করে, তাহলে দংশন স্থলের উপরে এবং নিচে শক্ত করে বাঁধার কথাও বলা হয়েছে।[22] স্থাবর বিষের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্যে বারণা ঔষধী প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে।[23] আবার সেই বিষ দূর করার জন্যে অগ্নি আদি দেবতার প্রার্থনার কথাও বলা হয়েছে।[24] সর্পদোষ নিবারণের জন্যে অথর্ববেদে পাঁচ বনস্পতির কথাও বলা হয়েছে।[25] সর্প ব্যতিত অন্যান্য বিষযুক্ত মাছি বৃশ্চিকাদির বিষের (দ্রষ্টব্য, অথর্ব- ৭.৫৬.২) বিষয়েও অথর্ববেদে বিস্তর আলোচনা দেখা যায়।

রসায়ন তন্ত্র (Rejuvenation and Geriatrics): যে তন্ত্র প্রয়োগে বৃদ্ধাবস্থার লক্ষণগুলি দূর করা বা যৌবনাবস্থা ধরে রাখার জন্য উত্তম স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, মেধা, বল, পৌরুষ রক্ষা এবং বার্ধক্যজনিত রোগ নিরাময় সম্ভব, তাকে রসায়নতন্ত্র বলা হয়। রস অয়ন – রসায়ন। অর্থাৎ রক্তাদি ধাতু থেকে পুষ্টির সাধন। প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ চরক সংহিতায় এর পরিভাষা হল—

লাভোপায়োহি শস্তানাং রসাদীনাং রসায়নম। চ.চি.১.৮

অর্থাৎ উত্তম রসাদি ধাতুর প্রাপ্ত করার যে উপায়, তাকে রসায়ন বলা হয় এবং সুশ্রুতসংহিতানুসারে –

রসায়নতন্ত্রং নাম বয়ঃস্থাপনমায়ুমের্ধাবলকরং রোগাপহরণসমর্থং চ। সু. সু.-১.৭

অর্থাৎ বয়সকে ধরে রাখার জন্য আয়ু, মেধা এবং বলকে বাড়ানোর তথা রোগ দূর করার শক্তির জন্যে রসায়ন তন্ত্র। বোঝা গেল রসায়ন ঔষধের প্রয়োগে ক্ষমতা (Immunity) এবং রোগ প্রতিরোধকতা (Resistance) বৃদ্ধি পায়। অথর্ববেদেও রসায়নতন্ত্র নিয়ে বিস্তর আলোচনা দেখা যায়। আয়ুর্বেদে রসায়নকে শারীরিক বলের সাধন বলা হয়েছে –

অপ্সু তে জন্ম দিবিতে সঘস্থং সমুদ্রে অন্তর্মহিমা তে পৃথিব্যাম্।
শুনো দ্বিষ্যস্য যন্মহন্তেনা তে হবিষা বিধেম। **অথর্ব- ৬.৮০.৩**

অথর্ববেদে রসায়ন চিকিৎসার অন্তর্গত তিন উপায়ের কথা বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক ঔষধি রূপে জল, বনস্পতি রূপে কুষ্ঠ এবং জীবন্তী তথা মনি ধারণ –

সং তঃ আপঃ শিবা অভীয়্যুমং অপোহযক্ষ্মংকরণীরাপঃ।

---

[20] বিষে বিষমপৃকথা বিষমিদ্বা অপৃকথা। অহি মে বাভ্যপেহি তং জহি। অথর্ব -১.৮৮.১।

[21] চক্ষুষা তে চক্ষুর্হন্মি বিষেন হন্মি তে বিষম্। অথর্ব – ৫.১৩.৪

[22] যত্ত অপোদকং বিষং তত্ত এতা স্বগ্রভম্। অথর্ব – ৫.১৩.২

[23] বারিদং বারয়াতৈ বরণাবতামধি। অথর্ব – ৪. ৭. ১

[24] যদগ্নৌ সূর্যে বিষং পৃথিব্যামোষধীষু যত্। অথর্ব -১০.৪.২২

[25] দর্ভঃ শোচিস্তরুনকমশ্বস্য বারঃ পরুষস্য বারঃ। রথস্য বন্ধুরম্। অথর্ব -১০.৪.২

যথৈব তৃষ্যতে ময়াস্তাত আহত ভেষজীঃ। অথর্ব -১৯.২.৫

অথর্ববেদে জলকে মধুময় তীব্র রসায়ন বলা হয়েছে। এর প্রয়োগে প্রাণশক্তি এবং তেজস্বিতা বৃদ্ধি পায়।[26]

মানব জীবনে বিবিধ শক্তি বৃদ্ধির বিবিধ ঔষধীর কথা বলা হয়েছে, যারা মহত্বপূর্ণ রসায়ন হিসেবে শাস্ত্রে পরিগণিত। যেমন জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য পিপ্পলী ঔষধ[27], বলশক্তি বৃদ্ধির জন্য পাঠাদি ঔষধ[28], তেজশক্তি বৃদ্ধির জন্য বর্ষার জলের সাথে সোমরস মিশ্রিত ঔষধ[29], বল-বীর্য-বুদ্ধি-বিদ্যা-ধন-আয়ু আদি বর্ধনের জন্য ঔটুম্বর মণি (গুলব বৃক্ষ কাঠ দিয়ে তৈরি) ঔষধ[30], স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য বায়ুতত্ত্ব ঔষধ[31], মেধা শক্তি বৃদ্ধির জন্য মেঘলা বন্ধন ঔষধ[32] ইত্যাদি।

এছাড়াও অথর্ববেদে আমরা জীবন, বলাদি প্রদানের জন্য 'জীবন্তী ঔষধ' (দ্রষ্টব্য-অথর্ব-৮.৬.২) কে মহত্বপূর্ণ রসায়ন বলা হয়েছে। ধ্যান শক্তি (দ্রষ্টব্য-অথর্ব-৬.১৩২.১) এবং ধারণা শক্তি (দ্রষ্টব্য-অথর্ব-৬.১৩২.৫) বৃদ্ধির জন্য দেবতা প্রার্থনার উল্লেখও দেখা যায়।

বাজীকরণ তন্ত্র (Infertility, Virility and Sexology): বীর্যধারণ ক্ষমতা, প্রজনন শক্তি সম্পর্কিত যে তন্ত্র তাকে বাজীকরণ তন্ত্র বলে। এখানে বাজ কথাটির অর্থ বীর্য বা শুক্র। এই তত্ত্ব বিদ্যা দ্বারা শক্তিহীন এবং বীর্যহীন মানুষের মধ্যেও শক্তি সঞ্চার এবং সুস্থ ব্যক্তির সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি সম্ভব। অবাজীনং বাজিনং কুন্তি অনেন ইতি বাজীকরণম। (বাজঃ শুক্রং সোহস্যস্তীতি বাজী)। সুশ্রুত সংহিতায় বাজীকরণের পরিভাষা হল –

বাজীকরণ তন্ত্রংনামাল্প দুষ্টক্ষীণবিশুষ্করেত সামাপ্যায়য়নপ্রসাদোপ চয় জননিমিত্তং প্রহর্ষজননার্থ চ- সুসূ-১.৮.৮।

সব্যমানো যদৌচিত্যাদ্বাজিবাত্যর্থ বেগবানং নারীস্তপর্যতে তেন বাজীকরণমুচ্যতে। সু চি. ২৬.৬

অর্থাৎ বাজীকরণতন্ত্র অল্পবীর্য, দুষ্টবীর্য, ক্ষীণবীর্য এবং শুষ্কবীর্যসম্পন্ন মানুষের হিতার্থে বলা হয়েছে। যে দ্রব্য সেবনে পুরুষ অত্যন্ত বেগবান হয়ে নারীকে সন্তুষ্ট করতে সমর্থ, সেই দ্রব্যই বাজীকরণ। বাজীকরণ প্রক্রিয়া বীর্যবৃদ্ধি তথা বীর্যকে গুণমান করার একটি প্রক্রিয়া মাত্র। চরক সংহিতার পরিভাষায় হল –

যেন নারিষু সামর্থ্য বাজিবল্লভতে নরঃ।
ব্রজচ্চাভ্যাধিকং যেন বাজিকরণমেব তত্।। চ. চি. ২.৫১

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের পরিভাষাটি হল –

যৎকিঞ্চন্মধুরং স্নিগ্ধং বৃংহধংবলবর্ধনম্।
মনসো হষণং যচ্চ তৎসর্বং বৃস্যমুচ্চতে। - অ, হৃ. উ. ৪০/৩৫

---

[26] পার্থিবস্য রসে দেবা ভগস্য তথ্যোহবলে। অথর্ব-২.২৯.১

[27] পিপ্পলী ক্ষিপ্তভেষজ্যু তাতিবিদুভেষজি। অথর্ব-৬.১০৯.৪

[28] ত্বং বীরুধা শ্রেষ্ঠতম শ্রুতাস্যোষধে। অথর্ব-৬.১৩৮.১

[29] অপো দিব্যা ম অচামিষং রসেন সমপৃথ্মহি। অথর্ব-৭.৮৯.১

[30] ত্বং মণিনামধিপা বৃষাসি ত্বয়িপুষ্টং পুষ্টপতির্জজান। অথর্ব-১৯.৩১.১১

[31] রথজিতাং রাথজিতেয়ীনামসাময়ং স্মর। অথর্ব-৬.১৩০.১

[32] শ্রঙ্কায়া দহিতা তপসোক্ষদি জাতা স্বসঋষীণাং ভুতকৃতাম্ বহুব। অথর্ব-৬.১৩৩.৪

অথর্ববেদেও আমরা বাজীকরণ চিকিৎসার বিদ্যার স্পষ্ট সংকেত দেখতে পাই –

যাং ত্বা গন্ধর্বো অখনদ বরুণায় মৃতভ্রজে।
তাং ত্বা বয়ং খনামস্যোষধি শেপহর্ষণীয়। অথর্ব – ৪.৪.১

অথর্ববেদে বীর্যবর্ধক ঔষধের মধ্যে মুখ্যরূপে ঋষভ[33], বৃষ[34], জীবক, অর্ক বা আকন্দ[35], কল্যাণী ঔষধী[36]কে বাজীকরণ দ্রব্য হিসেব স্বীকার করা হয়েছে। ভাব প্রকাশে অবশ্য জীবক, ঋষভক উভয়কেই বল, বীর্য ও কফ বৃদ্ধিতে সহায়ক বলা হয়েছে।[37]

অথর্ববেদে সুপুত্র উৎপন্নের ক্ষেত্রে বাজীকরণ দ্রব্য হিসেবে ঋষভ ঔষধের কথা বলা হয়েছে[38] এবং সাথে এও বলা হয়েছে প্রতি পিতা-মাতার ইহা ব্যবহার করা উচিত।[39] অপমার্গ ঔষধীকে নপুংসকতা রোগের নাশক বলা হয়েছে।[40] আবার স্ত্রীদের কান্তি, সৌন্দর্য, সুকুমারতা, তেজাদি বৃদ্ধির জন্য শ্বেত সরষে প্রয়োগে লাভের কথাও অথর্ববেদে বলা হয়েছে।[41] প্রজনেন্দ্রিয়র উত্তেজনার জন্যে অথর্ববেদে অগ্নি, সূর্যাদি দেবতার প্রার্থনাও মেলে।[42]

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গের বর্ণনা অথর্ববেদে বিশদভাবে বিবেচিত হয়েছে। শল্য চিকিৎসায় আমরা এ সময়ের উন্নতিশীল চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুমান করতে পারি। শালাক্যর মধ্যেও আমরা অনেক প্রকার নেত্র রোগাদির সকল চিকিৎসার বর্ণনা দেখতে পাই। কায়োর চিকিৎসাগত অনেক প্রকার রোগ দেখা যায়। যথা— হৃদয় রোগ, কাশিরোগ, অর্শরোগাদি চিকিৎসার বর্ণনা পাই। কৌমারভৃত্য চিকিৎসার অন্তর্গত শিশুরোগ সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। ভূত-বিদ্যা জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা নানাপ্রকার পিশাচাদির থেকে মুক্তি প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোচনা দেখি। অগদতন্ত্রের মাধ্যমে অনেক প্রকার বিষয়ে দূর করার পূর্ণ চিকিৎসার বিধান দেখা যায়। রসায়ন তন্ত্রের মাধ্যমে দীর্ঘ জীবন, মেধাশক্তি আদি প্রাপ্ত হেতু অনেক ঔষধী সেবনের বিধিপূর্বক বর্ণনা পাই। বাজীকরণতন্ত্রের অন্তর্গত আমরা নপুংসকতা, শুক্র ক্ষয়াদি চিকিৎসা বর্ণনা দেখি এবং পাশাপাশি চরক, সুশ্রুতাদি প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদিক গ্রন্থাদিতে বর্ণিত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার বর্ণনাকেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

---

[33] উচ্ছুম্মোষধীনাং সার ঋষভাণাম্।- অথর্ব-৪.৪.৪

[34] উদেজতু প্রজাপতিবর্ষা শুষ্মেণ বাজিনা। -অথর্ব-৪,৪.২

[35] এবা তে সেপঃ সহসায়মকোহঙ্গেনাঙ্গং সংসমকং কৃণোতু। অথর্ব-৬.৭২.১

[36] সংবননী সমুষ্পলা বভ্রু কল্যাণি সংনুদা। অথর্ব- ৬.১৩৯.৩

[37] জীবকর্ষভকৌ কশ্যৌ শীতৌ শুক্র কফ প্রদৌ – ভাবপ্রকাশ পূর্ব ৫.১১৭

[38] যানি ভদ্রাণি বীজান্যৃষভাজনয়ন্তি চ। অথর্ব-৩.২৩.৪

[39] শভীমশ্যযত্য...পুত্রস্য বেদনং তত স্ত্রীষ্বাভরামসি। অথর্ব-৬.১১.১

[40] অপমার্গ ত্বয়া বয়ং সর্বং তদপ মৃ জনমহে। অথর্ব-৪.১৭.০৬

[41] যেনা নিচক্র আসুরীন্দ্রাং দেবেভ্যস্পরি। অথর্ব-৭.৩৮.২

[42] অদ্যাগ্নে অদ্য সংবিতরদ্য দেবি সরস্বতি। অথর্ব-৪.৪.

গ্রন্থপঞ্জী:

১। অত্রিদেব বিদ্যালঙ্কার (অনুবাদক), সুশ্রুত সংহিতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৫, মতিলাল বেনারসী দাস, দিল্লী।

২। অত্রিদেব (অনুবাদক), সুশ্রুত সংহিতা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬০, মতিলাল বেনারসী দাস, বারাণসী।

৩। আচার্য প্রিয়ব্রত শর্মা, আয়ুর্বেদ কা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, ২০১২, চৌখাম্বা ওরিয়েন্টালিয়া, বারাণসী।

৪। কবিরাজ বাগিশ্বর শুক্ল, আয়ুর্বেদ কা ইতিহাস ১৯৭৭, চৌখাম্বা অমর ভারতী প্রকাশন, বারাণসী।

৫। গঙ্গা সহায় পাণ্ডেয় (সম্পাদক), চরক সংহিতা, ১৯৭০, চৌখাম্বা প্রকাশন, বারাণসী।

৬। ডাক্তার কানহাইলাল তিবারী, আয়ুর্বেদ কা সুবোধ ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, ২০০০, ইষ্টার্ণ বুক লিঙ্কার্স, দিল্লী।

৭। ডাঃ ইন্দ্রদেব ত্রিপাঠি, রসরত্ন সমুচ্চয়, ২০০৯, চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী।

৮। ডাঃ কপিলদেব দ্বিবেধী, বেদোঁ মেঁ আয়ুর্বেদ, ২০০১, বিশ্বভারতী অনুসন্ধান পরিষদ, জ্ঞানপুর।

৯। ডাঃ কপিলদেব দ্বিবেদি, অথর্ববেদ কা সংস্কৃতিক অধ্যয়ন, ২০১২, বিশ্বভারতী অনুসন্ধান পরিষদ, জ্ঞানপুর।

১০। ডাঃ কাশিরাজ শর্মা সুবেদি, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ তিবারী, সৌশ্রুত নিঘণ্ট:, ২০৫৭, মহেন্দ্র সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বেলঝুন্ডি।

১১। পণ্ডিত মাধবাচার্য্য শাস্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), অথর্ববেদ সংহিতা, দেববাণী প্রকাশন, নিউ দিল্লী।

১২। পণ্ডিত মুরলীধর শর্মা, সুশ্রুত সংহিতা, ১৯১১, শ্রী বেঙ্কটেশ্বর, মুম্বাই।

১৩। বিশ্ববন্ধু বিশ্বেশ্বরানন্দ (সম্পাদক), অথর্ববেদে সংহিতা (সায়নভাষ্য ১ - ৪), প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০, বৈদিক শোধ সংস্থান, হোসিয়াপুর।

১৪। বৈদ্য যাদব জী ত্রিমাক জী আচার্য্য, পণ্ডিত নন্দকিশোর শর্মা, বিষগাচার্য্য, সুশ্রুত সংহিতায়াঃ সূত্রস্থান, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, ২০০১, কৃষ্ণদাস একাদমী, বারাণসী।

১৫। মহর্ষি চরক (প্রণীত), ডাঃ ব্রহ্মানন্দ ত্রিপাঠি (সম্পাদক), চরক সংহিতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী।

১৬। মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ বাগ্ভট্ট (প্রণীত), কবিরাজ বিনোদলাল সেন (সংকলক), শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন কবিভূষণ (সম্পাদক), অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৩৯, কলিকাতা।

১৭। মহর্ষি চড়ক (প্রণীত), পণ্ডিত রামপ্রসাদ বৈদ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিব শর্মা (সম্পাদক), চরক সংহিতা (ভাগ-১, ২), ২০১৯, হেমরাজ শ্রীকৃষ্ণ দাস বম্বই প্রকাশন, মুম্বাই।

১৮। শ্রী জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, চরক সংহিতা (ভাগ-১ ও ২), সপ্তম সংস্করণ, ১৯৬৩, মতিলাল বেনারসি দাস, বারাণসী।

১৯। শ্রী দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রী উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (অনুবাদক) আয়ুর্বেদ সংগ্রহ, নবম সংস্করণ, ১৩৪৬, কলিকাতা।

২০। শ্রীভাবমিশ্র (প্রণীত), হেমরাজ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দাস, ভাব প্রকাশ, ১৯৫৮, মুম্বই।

২১। শ্রীব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র, ভাবপ্রকাশ (বিদ্যোতিনি ভাষাটিকা), ২০০২, চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী।

২২। Dr. R. Vaidyanath, Astangya Hridaya, 1st Edition, 2013, Choukhamba Surobharati Prokashan, Baranasi.

২৩। Kaviraj Kunjalal Vhisagratna, The Shushura Samhita (Vol.-1,11,111), 1907, 1911, 1916, Calcutta.

২৪। Kaviraj Ambika Dutta Shastri, Shustru Samhita, (Part-II), 7th Edition, 1990, Choukhamba, Viswabharati, Baranasi.

২৫। Pt. Bhisagacharya Harishastri Paradkar Vaidya (Edited), Astangya Hridaya, 1939. Nrirnoy Sagara, Bombai.

২৬। P. V. Sharma, Charaka Sanhita, 4th Edition, 1998, Choukhamba Orientaliya, Baranasi.

২৭। R. Roth, W. D. Whitney (Edited), Atharba Veda Samhita, 1st Edition, 1855. Ferd Dummlers. Verlagsbushhandlung, Berlin.